একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

[বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপ-ট একটি দে-শর আর্থ-সামাজিক উন্নয়-ন যু-গাপ-যাগী আধুনিক পরিবহণ এবং তথ্য যোগা-যাগসহ অন্যান্য যোগা-যাগ ব্যবস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদ-নর উপকরণ ও উৎপাদিত প-ণ্যর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠা-মা হি-স-ব সারা বি-শ্ব স্বীকৃত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সকল অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার ম-ধ্য পরিবহণ ও যোগা-যাগ অবকাঠা-মা অন্যতম। স্থির মূ-ল্য ২০০৯-১০ অর্থ বছ-র -দশজ উৎপা-দ 'পরিবহণ ও যোগা-যাগ' খাত (স্থল পথ পরিবহণ; পানি পথ পরিবহণ; আকাশপথ পরিবহণ; সহ-যাগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগা-যাগ উপ-খাত সমন্ব-য় গঠিত) - এর অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১০.৭৯ শতাংশ ও ৭.৬৯ শতাংশ। -দশজ উৎপা-দ ২০১০-১১ অর্থ বছ-র এ খা-তর অবদান ১০.৯১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৭.৯৩ শতাংশ (বিবিএস সাময়িক হিসাব)। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য -যাগা-যাগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগা-যাগ ব্যবস্থা গ-ড় তোলা একান্ত জরুরী। তাই পরিবহণ ও যোগা-যাগ খা-ত বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়-নর উ-দ্যাগ গ্রহণ করা হ-য়-ছ। রেলপথ, জলপথ ও সড়কপথ এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনার আওতাধীন মূলতঃ সড়ক নেটওয়ার্ক। সড়ক নেটওয়ার্ক ছাড়া এলজিইডি'র আওতায় উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এর অন্তর্ভুক্ত সড়ক নির্মাণ/পনর্নির্মাণ/পনর্বাসনসহ এ সকল সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পনর্নির্মাণ/পনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। সরকার উন্নয়ন সহ-যাগী সংস্থার সহায়তাসহ ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পদ্মা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং প্রায় ৬ কি.মি. দীর্ঘ পাটুরিয়া--গায়ালন্দ অবস্থা-ন দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মা-ণর প্রাথমিক পদ-ক্ষপ গ্রহণ করা হ-য়-ছ। ফ-ল দে-শর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর যাতায়াত ব্যবস্থাসহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হ-ব বলে আশা করা হ-চ্ছ। ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে উওরা হতে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত প্রায় ২৬ কি.মি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মা-ণর ল-ক্ষ্য ইটালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পাণীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ২০১৩ সালের মধ্যে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হ-চ্ছ। পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে -র-লর ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলা-দশ রেলও-য়-ক বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস, সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হ-চ্ছ। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্রীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্রীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। আকাশ প-থ যোগা-যাগ অব্যাহত রাখার ল-ক্ষ্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নি-য় বাংলা-দশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্ত-ব্য সার্ভিস পরিচালনা কর-ছ। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হ-য়-ছ। সাবমেরিন কেবল-এর মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো।]

-দ-শর অব্যাহত আর্থ-সামাজিক উন্নয়-ন যু-গাপ-যাগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহণ ও যোগা-যাগ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয়। -দশজ উৎপা-দ ২০১০-১১ অর্থ বছ-র 'পরিবহণ ও যোগা-যাগ' খাত (স্থল পথ পরিবহণ; পানি পথ পরিবহণ; আকাশপথ পরিবহন; সহ-যাগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগা-যাগ উপ-খাত সমন্ব-য় গঠিত)-এর সাময়িক হিসেবে অবদান ১০.৯১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৭.৯৩ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থ বছ-র পরিবহণ ও যোগা-যাগ খা-তর অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১০.৭৯ শতাংশ ও ৭.৬৯ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়া-র্কর সা-থ বাংলা-দশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপ-যাগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগা-যাগ ব্যবস্থা

গ-ড় তোলার নীরি-খ পরিবহণ ও যোগাযোগ খা-তর উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ কর্তৃক তাদের উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা অব্যাহত র-য়-ছ।

সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

দে-শর সার্বিক উন্নয়-ন পরিবহণ ও যোগা-যাগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠা-মা হি-স-ব কাজ কর-ছ। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের দিক থেকে রেল, জলপথ ও সড়ক পথ এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সড়ক পরিবহণ অন্যতম ভৌত অবকাঠা-মা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্ত-রর তথ্যম-ত যন্ত্রচালিত ভু-উপরস্ পরিবহ-ণর (Surface Transportation) ম-ধ্য সড়ক পরিবহণ টন-কি-লামিটার হি-স-ব শতকরা ৬০ ভা-গর অধিক মালামাল এবং যাত্রী-কি-লামিটার হি-স-ব শতকরা ৭০ ভা-গর অধিক যাত্রী বহন করে থা-ক। ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২১,০৪০ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। -মাট সড়-কর মধ্যে ১৬.৬০ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২০.১০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬৩.২৪ শতাংশ জেলা সড়ক র-য়-ছ। তাছাড়াও সওজ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু, ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে ৬০টি ফেরী ঘাটে বিভিন্ন পকারের মোট ১৫৩টি ফেরী যান রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক পথের বিবরণ (২০০১ থে-ক ২০১১ পর্যন্ত) সারণি ১১.১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক পথের বিবরণ

(কিঃ মিঃ)

অর্থবছর	জাতীয় মহাসড়ক (কিঃমিঃ)	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা রোড	মোট
২০০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৩	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৪	৩৭২৩	৪৮৩২	১৩৮২৩	২২৩৭৮
২০০৫	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৬	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৭	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১*	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক

২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশী-বিদেশী সম্প-দ বাস্তবায়ন-যাগ্য ১১৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৬টি জাপানী ঋণ মওকুফ তহবিল সহায়তা প্রক-ল্পর সমন্ব-য় মোট ১১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর-ছ। প্রকল্পসমূহের অনুকূ-ল ২০১০-১১ অর্থবছরের আরএডিপি মোট বরাদ্দ ১,৭৬৫.০৬ কোটি টাকা। বরাদ্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন হচ্ছে ১,২০৪.০৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৫৬০.৯৭ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থ বছরের -ফব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৬২৫.৯১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৫.৪৬ শতাংশ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে পল্লী অঞ্চলে উন্নত অবকাঠামোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামোসহ পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভায় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি বাস্বায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্বায়নের জন্য ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘ মেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্বায়ন করে থাকে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ফেকয়ারি ২০১১ পর্যন্ত প্রায় ৭৩,৫৮১ কিঃমিঃ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পূনর্নির্মাণ/পূনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১১,৪১,৭৯৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পূনর্নির্মাণ/ পূনর্বাসন করেছে। এছাড়াও, ১,৫৯৫ টি গ্রোথ-সেন্টার, ১,১৪০ টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২০,৭৮৬ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ২,৩৩০ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ৩,৯০,০০০ হেক্টর জমিতে কমান্ড এরিয়া উন্নয়নসহ ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ ইরিগেশন (এফসিডিআই) নির্মাণ করেছে।

২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি'১১ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	জুন ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৪ -০৫	২০০৫ -০৬	২০০৬ -০৭	২০০৭ -০৮	২০০৮ -০৯	২০০৯ -১০	২০১০ -১১ (ফেব্রু'১১)	ফেব্রু'১১পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
মাটির রাস্া নির্মাণ/ পনর্নির্মাণ/ পনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৫২০৩৬	৬০৪০	৬৫৭৩	৪২	-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্া নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৪৩৩৫৮	৫২৩৭	৫৮৭২	৫০৮৬	৩৭৬৯	৩২৭৭	৪০২৩	২৯৫৯	৭৩৫৮১
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৮৮৬৯৬০	৬০৯০৮	৩৯৭২৮	৪০০৬৭	২৯৬০০	৩৩৮০০	২৯৩৬৩	২১৩৭৩	১১৪১৭৯৯

উৎসঃ এলজিইডি

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভায় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় অর্থায়নে ও দেশীয় প্রকৌশলী দ্বারা ঢাকা শহরে এলজিইডি কর্তৃক খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণের পর সৌদী ও ওপেক ফান্ড সহায়তায় ঢাকা শহরের মৌচাক-মগবাজার ইন্টারসেকশন হয়ে মহাখালী পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ (সমন্বিত মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার) নির্মাণ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ফ্লাইওভারটি নির্মিত হলে ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে সহনীয় করা সম্ভবপর হবে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

সড়ক পরিবহণ খা-তর সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সাল থে-ক বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কাজ ক-র আস-ছ। দেশের যান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন, উপযুক্ত সনদ প্রদানসহ মোটর যান অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য রেগুলেটরি দায়িত্ব বিআরটিএ'র উপর ন্যস্। জটিল ও স্পর্শকাতর সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃংখলা ও গতিশীলতা আনয়নে বিআরটিএ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯-১০

অর্থবছরে রাজস্ব আদায় ৬৪২ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত আদায় হ-য়-ছ ৫৫০ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ -থ-ক ২০০৯-১০ পর্যন্ত বিআরটিএ-র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় নিম্নের সারণি ১১.৩ এ বর্ণিত হলোঃ

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ-র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(-কাটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদা-য়র শতকরা হার (%)
২০০৩-০৪	২৪০	২৪৫	১০২.০২
২০০৪-০৫	২৬৭	২৫১	৯৪.০৯
২০০৫-০৬	৩২৬	৩৩৫	১০২.৭৬
২০০৬-০৭	৩৮২	৪০১	১০৪.৯৭
২০০৭-০৮	৪৪১	৪৯০	১১১.১১
২০০৮-০৯	৫৫০	৬৪৭	১১৭.৬৪
২০০৯-১০	৬৬০	৬৪২	৯৭.২৭
২০১০-১১	৮৭০	৫৫০*	৬৩.২২

উৎসঃ বিআরটিএ, * এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত

এ সেক্টরের শৃংখলা ও গতি আনয়নে বিআরটিএ ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

- National Road Safety Action Plan-এর আওতায় সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৮২৫০ জন পেশাজীবী গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- Land Transport Policy প্রণয়ন;
- হাই-সিকিউরিটি ড্রাইভিং লাই-সন্স ও হাই-সিকিউরিটি রেজি-স্ট্রশন ও ফিট-নস সার্টিফি-কট চালু;
- পরি-বশ দূষণ রো-ধ ডি-জল চালিত বাস এর পরিব-র্ত পরি-বশবান্ধব সিএনজি চালিত বাস চলাচল উৎসাহিতকরণ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে সিএনজি থ্রি-হুইলার ও ট্যাক্সি ক্যাব এর ভাড়া পুনঃনিধারণপর্বক মিটার সংযোজন বাধ্যতামলক করণ;
- পরি-বশ রক্ষা-র্থ ক্ষতিকর পলিউশন ডি-টকটিভ মোবাইল ভেহিক্যাল-এর মাধ্য-ম কা-লা ধোঁয়া নির্গমণকারী যানবাহন চিহ্নিত ক-র আইনানুগ ববস্থা গ্রহণ;
- দুর্ঘটনা কবলিত যাত্রী ও পথচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য পে-ট্রাল পাম্প কর্মচারী-দর প্রশিক্ষণ প্রদান।

সেতু বিভাগের কার্যক্রম

সেতু কর্তৃপক্ষের তদারকী ও সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট সেতু বিভা-গর মূল কাজ হ-লা ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈ-র্ঘ্যর সেতু নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

বঙ্গবন্ধু সেতু

১৯৯৮ সা-ল নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের উত্তরাঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে সহজতর যাতায়াত ব্যবস্থার দরুন একদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি ঐ অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরে এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৪: বঙ্গবন্ধু সেতু হ-ত সংগৃহীত টো-লর বিবরণ

(-কাটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০০-০১	৭৮.০৯	৮১.১৫	১০৩.৯১
২০০১-০২	৮৪.৯৫	৯২.০০	১০৮.৩০
২০০২-০৩	৯৫.০৩	১০৭.০২	১১২.৬১
২০০৩-০৪	১০৬.২২	১২৯.৩০	১২১.৭৩
২০০৪-০৫	১১৭.৬০	১৫০.৪৩	১২৭.৯১
২০০৫-০৬	১৩১.১১	১৫৫.৭৩	১১৮.৭৮
২০০৬-০৭	১৪৬.১৯	১৭১.৫০	১১৭.৩১
২০০৭-০৮	১৬৩.০৩	১৯৯.৫৫	১২২.৪০
২০০৮-০৯	১৮১.৫৩	২১২.৪৪	১১৭.০০
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২২১.৬১*	৮৫.০০

উৎসঃ বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষ * এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত.।

পদ্মা সেতু

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে সাফ-ল্যর পর কয়েকটি বৃহৎ উন্নয়ন সহ-যাগি সংস্থার ২.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তাসহ মোট ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পদ্মা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মিত হলে বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুরসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। -সতুটি বাস্তবায়িত হ-ল যাতায়া-তর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনসহ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়-ন বি-শষ ভূমিকা রাখ-ব। তাছাড়া, মাওয়া-জাজিরা অবস্থা-ন প্রস্তাবিত এ সেতু এশিয়ান হাইও-য় (AH-1) এ অবস্থিত হওয়ায় বাংলা-দ-শর অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্ত-নর সু-যাগ সৃষ্টি হ-ব। জুলাই/আগস্ট, ২০১১ নাগাদ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু ক-র ২০১৩ সা-লর ম-ধ্য সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ-য়-ছ ।

দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু

পাটুরিয়া--গায়ালন্দ অবস্থা-ন প্রায় ৬ কি.মি. দীর্ঘ দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মা-ণর প্রাথমিক পদ-ক্ষপ গ্রহণ করা হ-য়-ছ। এ সেতু নির্মিত হ-ল দে-শর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি বৃহত্তর জন-গাষ্ঠীর যাতায়াত ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হ-ব ব-ল আশা করা হ-চ্ছ।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা শহ-র যানজট নিরস-ন সরকার হযরত শাহ জালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হ-ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়-কর কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় ২৬ কি.মি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মা-ণর পদ-ক্ষপ গ্রহণ ক-র-ছ। বিনি-য়াকারী হি-স-ব চুড়ান্তভা-ব ইটালিয়ান-থাই ডে-ভলপ-মন্ট পাবলিক কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ২০১৩ সা-লর ম-ধ্য এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হ-ব ব-ল ধারণা করা হ-চ্ছ।

ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি)

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে পরিবহণ অবকাঠামো ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধন, পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি)-এর মূল

উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ডিটিসিবি ঢাকা মহানগরীর পরিবহণ উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা যেমন- ডিসিসি, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বিআরটিএ এবং ডিএমপি-এর সাথে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ডিটিসিবি উক্ত সংস্থাসমূহের সাথে যৌথভাবে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে মোট ৭১৪.৭২ কোটি টাকা (জিওবি ২১২.০০ কোটি টাকা) ব্যয়ে 'ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' (ডিইউটিপি) বাস্বায়ন করেছে। সম্পূর্ণভা-ব জাইকা (JICA)-র অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় ঢাকা মহানগরী পরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নয়ন আনয়-নর ল-ক্ষ্য এমআরটি লাইন-৬ বাস্তবায়নের পদ-ক্ষপ নেয়া হ-য়-ছ। এমআরটি লাইন-৬ সং-শাধিত রুট এলাইন-মন্ট উওরা ৩য় ফেজ পল্লবী-রো-কয়া সরণী-বিজয় সরণী-ফার্ম-গট-সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি--দা-য়ল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলা-দশ ব্যাংক পর্যন্ত এবং পরবর্তী-ত বাংলা-দশ ব্যাংক অতীশ দিপঙ্কর রোড হয়ে সায়েদাবাদ পর্যন্ত নীতিগত অনু-মাদন হ-য়-ছ। ডিটিসিবি-কে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে " ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১১" এর নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশে একটি সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৬১ সালে এক অধ্যাদেশ বলে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবহ-ণর ক্ষেত্রে মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভা-ব উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদা-নর ল-ক্ষ্য দে-শ সাশ্রয়ী মূ-ল্য দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকর-ণ এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিআরটিসির উ-ল্লখ-যাগ্য অন্যান্য কার্যক্রমগুলো হলোঃ

- দে-শ স্বল্প মূ-ল্য দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্হিত করা ;
- বেসরকারি সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা বিকা-শ সহায়তা প্রদান;
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার ম-ধ্য থে-ক গাড়ী পরিচালনা ;
- প্রশিক্ষ-ণর মাধ্যমে সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং
- সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্হিত রাখার ল-ক্ষ্য স্ট্রা-টজিক ইন্টার-ভনশনাল ভূমিকা পালন করা;
- ভলভো ও অন্যান্য বাসের ইলেক্ট্রোনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু; প্রভৃতি।

বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় প্রতিষ্ঠালগ্ন হ-ত আর্থিক দিক থে-ক লোকসানি এ প্রতিষ্ঠা-ন ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে গতিশীলতা, দক্ষতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে-ছ । ফ-ল এ সংস্থাটি ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হ-ত ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভা-ব অপা-রটিং সারপ্লাস অর্জন কর-ত সক্ষম হ-চ্ছ।

বিআরটিসি কর্তৃক এনডিএফ ঋণ সহায়তায় ২৭৫টি সিএনজিচালিত একতলা বাস ই-তাম-ধ্য সংগ্রহ করা হ-য়-ছ। বাসগুলো চলাচলের জন্য চারটি রুট নির্ধারণ করা হ-য়ছে। তাছাড়া ২০১১-১২ অর্থবছ-রর ম-ধ্য EDCF ঋ-ণ ৩০০ টি সিএনজি একতলা বাস সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন র-য়-ছ ।

রেল যোগাযোগ

রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ২,৮৩৫ কিমি (ব্রড গেজ-৬৫৯ কিঃমিঃ, ডুয়েল গেজ-৩৭৫ কিমি এবং মিটার গেজ-১,৮০১ কিমি)। বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর জামতৈল হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত নিমিত ডুয়েল গেজ রেল ট্র্যাক পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২০১০-১১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসচিতে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ২৯টি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১,৩৩৭.৬৬ কোটি টাকা। প্রায় ৩২৬ কি-লামিটার নতুন ব্রড-গজ লাইন নির্মা-ণর ল-ক্ষ্য ৫ টি প্রকল্প বর্তমান সরকার অনু-মাদন

করেছে। রেলের সময়ানুবর্তিতা ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন লোকোমোটিভ এবং যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ৯টি মিটার গেজ লোকোমোটিভ ২০১১ সালের মধ্যে দেশে পৌঁছাবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলও-য় করি-ডারটি ডাবল লাই-ন উন্নীত করার ল-ক্ষ্য উন্নয়ন সহ-যাগী-দর অর্থায়-ন ৪টি আলাদা প্রকল্প হা-ত নেয়া হ-য়-ছ।

২০০০-০১ হতে ২০১০-১১ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের সারণি ১১.৫ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১১.৫: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থবছর	যাত্রী পরিবহণ কিমি হিসা-ব (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কিমি হিসা-ব (মিলিয়ন)	*রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০০-০১	৪২০৯.১৯	৯০৭.৮০	৩৬৬.৩৯	৫২৩.৮৭
২০০১-০২	৩৯৭২.০০	৯৫১.৮০	৩৮৮.৪০	৫৩৫.৪৮
২০০২-০৩	৪০২৪.২০	৯৫১.৯৯	৪২০.১০	৫৮৬.৭১
২০০৩-০৪	৪৩৪১.৫০	৮৯৫.৫০	৩৯৪.৭০	৬৩৯.৪১
২০০৪-০৫	৪১৬৪.১৩	৮১৬.৮০	৪৪৫.৬২	৬৯৫.০৯
২০০৫-০৬	৪৩৮৭৫	৪২০.৪৮	৪৪৪.৮৭	৮১৪.৭৩
২০০৬-০৭	৪৫৮৬.০৪	৭৭৫.৫৮	৪৫২.৭৬	৯৩৩.১৩
২০০৭-০৮	৫৬০৯.২৪	৮৬৯.৫০	৫৬১.৬৪	১০৮৮.৫৫
২০০৮-০৯	৬৮০০.৭৩	৮০০.১৫	৬২৫.৩৫	১১৭২.৭৪
২০০৯-১০	৭৩০৫.০০	৭১০.০০	৫৬৬.৩০	১১২৭.২৭
২০১০-১১**	৭৬১১.০০	৭২৮.০০	৫৯৪.০০	১১৮৩.০০

উৎসঃ বাংলা-দশ রেলও-য়, যোগা-যাগ মন্ত্রণালয় * পি এস ও এবং ও-য়ল-ফয়ার গ্রান্টসহ **সাময়িক

বাংলাদেশ রেলওয়ের বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে অধিকতর স্বায়ত্বশাসন অর্পণ ও এর পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধা-ন্তর প্রেক্ষি-ত বাংলাদেশ রেলওয়েতে এডিবি'র সহায়তায় অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রেলও-য়র বিভিন্ন কর্মকা-ন্ড বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণসহ নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ ও নিয়মিত অবসর গ্রহ-ণর মাধ্য-ম কর্মচারী সংখ্যা ৫৮,০০০ হ-ত ২৭,৯৭১ তে হ্রাস;
- অলাভজনক ব্রাঞ্চ লাইন, স্টেশন, ওয়ার্কসপ, সেড ইত্যাদি এবং অলাভজনক যাত্রিবাহী গাড়ী বন্ধ করা;
- পাবলিক সার্ভিস অবলি-গশন (পিএসও) চালু করা; এবং
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ট্যারিফ নির্ধারণ করা ।

বাংলাদেশ রেলওয়ে খাতের সার্বিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে এর সামগ্রিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে এডিবি'র সহায়তায় ৩,৬০১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ২০০৬ হ-ত জুন ২০১৪ পর্যন্ত মেয়া-দ বাস্তবায়নাধীন র-য়-ছ। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ৬টি মডিউলে বিভক্ত এ প্রক-ল্পর দুটি ক-ম্পা-নন্ট র-য়-ছ - (ক) সিগন্যালিংসহ টংগী-ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ এবং (খ) বাংলা-দশ রেলও-য় সংস্কার। ব্যাপক সংস্কারের মাধ্য-ম বাংলা-দশ রেলও-য়-ক যু-গাপ-যাগীকরণ এবং আধুনিকায়ন এ সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য। এ প্রকল্প বাস্তবায়-নর মাধ্য-ম বাংলা-দশ রেলও-য় একটি সরকারি মালিকানাধীন ক-র্পা-রট সংস্থায় পরিণত হ-ব ব-ল আশা করা হ-চ্ছ।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেল সংযোগ

ট্রান্স এশিয়ান রেলও-য়-ত সং-যাগ স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য -দাহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত প্রায় ১২৮ কি-লামিটার নতুন রেলপথ নির্মা-ণর উ-দ্যাগ নেয়া হ-য়-ছ। মংলা সমুদ্র বন্দ-রর অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করার ল-ক্ষ্য খুলনা হ-ত মংলা পোর্ট পর্যন্ত প্রায় ৫৩ কিঃ মিঃ নতুন রেললাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ-য়-ছ। এছাড়াও আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৬টি বিশদ ডিজাইন সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

-নী-যোগা-যাগ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্বের আধুনিক বন্দরসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের একটি অত্যাধুনিক বন্দর হিসাবে গড়ে তোলা চলমান প্রক্রিয়া। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

নিম্নের সারণি ১১.৬ এ ২০০০-০১ থে-ক ২০১০-১১ অর্থ বছরের (এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত) চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৬: চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০০-০১	৪৭৭.০১	৩০২.২৯	১৭৪.৭২
২০০১-০২	৫৩১.৩৭	৩৫১.০১	১৮০.৩৬
২০০২-০৩	৫৩০.৬৬	৩৭৩.৭৫	১৫৬.৯১
২০০৩-০৪	৫৫৭.৩৬	৩২৫.৬০	২৩১.৭৬
২০০৪-০৫	৬৪৯.৭৮	৩১৯.৬৫	৩৩০.১৩
২০০৫-০৬	৭৪১.১৩	৩৭৬.১১	৩৬৫.০২
২০০৬-০৭	৮৩০.০২	৪৫১.২৬	৩৭৮.৭৬
২০০৭-০৮	১০৫৭.০৪	৪৪৭.১৬	৬০৯.৮৮
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১১৬৫.১৬	৪১৩.২৭*	-----

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ * এপ্রিল ২০১১

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকতিক দুর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে এ বন্দরের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। এ বন্দরে ৩৫,৭৫২ বর্গ মিটার এলাকায় বিস্তৃত ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ডে এক উচ্চতায় ২,১৮০ টিইউজ কন্টেইনার সংরক্ষণ এবং ৪টি ট্রানজিট শেড ও ২টি ওয়ারহাউজে ৩৩,২৫৮ মেট্রিক টন কার্গো গুদামজাতকরণের সুবিধা রয়েছে। বিদ্যমান সুবিধায় মংলা বন্দর দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং নেপাল ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বাণিজ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম। ২০১০-১১ অথ বছরের জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত এ বন্দর দিয়ে মোট ১৪.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়েছে। জুন, ২০১১ পর্যন্ত আরো ১০.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ বন্দরের রাজস্ব আয় ৭৭.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে রাজস্ব আয় হয় ৬৬.২২ কোটি টাকা। সারণি ১১.৭: এ ২০০০-০১ হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেয়া হ'ল।

সারণি ১১.৭: মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(-কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/ লোকসান
২০০০-০১	৭৫.৮৬	৫৫.০৪	২০.৮২
২০০১-০২	৭০.৫৯	৫২.৭৫	১৭.৮৪
২০০২-০৩	৫৫.৮৯	৬১.৪০	-৫.৫১
২০০৩-০৪	৫১.৯৮	৫৭.৭৯	-৫.৮১
২০০৪-০৫	৪৫.৭৮	৫৭.১০	-১১.৬১
২০০৫-০৬	৪৭.২৫	৫৬.৬৪	৯৩৯
২০০৬-০৭	৪৯.৩৪	৫৫.৫৩	৬১৯
২০০৭-০৮	৪৭.৭০	৪৭.৬৫	০.০৫
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪২	২.৯৮
২০০৯-১০	৬৬.২২	৬৪.১১	২.১১
২০১০-১১*	৭৭.১৬	৬৬.৩১	১০.৮৫

উৎসঃ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ * সাময়িক

মংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য মোট ৪৬৭.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পগুলির জন্য ৫৯.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে এ বন্দর দক্ষতার সাথে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপঃ

- **মংলা বন্দরের জন্য কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ঃ** মংলা বন্দরের জন্য ষ্ট্রাডেল ক্যারিয়ার, ফর্কলিফট ট্রাক, টার্মিনাল ট্রাক্টর ও কন্টেইনার ট্রেইলর সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ২২.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। জুন ২০১১ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
- **নেভিগেশনাল এইডস্ টু মংলা পোর্টঃ এ** বন্দরে দিবা-রাত্রি নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন জাহাজ চলাচল উপযোগী চ্যানেল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে চ্যানেলে লাইটেড বয়া, মুরিং বয়াসহ বিভিন্ন ধরনের নেভিগেশনাল যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ২৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- **মংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিংঃ** মংলা বন্দরে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং সুবিধা সৃষ্টির জন্য নদীর গভীরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটির অধীনে পশুর চ্যানেলের আউটার বার এলাকায় ৩১.৯৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পাদন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্প ব্যয় ১২২.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

- **মংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের হারবার চ্যানেল এলাকায় ড্রেজিংঃ** মংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের পোতাশ্রয় এলাকায় নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪১.৯৬ লক্ষ ঘনমিটার ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্য সম্পাদনের জন্য ১০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- **মংলা বন্দরের জন্য একটি কাটার সাকশান ড্রেজার, পাইলট ও ডেসপাচ বোট সংগ্রহঃ** মংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিয়মিত ও নিরবিচ্ছিন্ন ড্রেজিং পরিচালন এবং সমদ্রগামী জাহাজ আনা-নেয়ার নিমিত্তে কাটার সাকশান ড্রেজার এবং পাইলট ও একটি ডেসপাচ বোট সংগ্রহের জন্য ৮২.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।
- **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য আনুসঙ্গিক সরঞ্জামাদি ও সুবিধাদিসহ ৬টি ড্রেজার সংগ্রহঃ** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের জন্য আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ও সুবিধাদিসহ ড্রেজার সংগ্রহের (বিআইডব্লিউটি এর জন্য ৩টি, বিডব্লিউডিবি এর জন্য ২টি এবং মংলা বন্দরের জন্য ১টি) নিমিত্তে ৬৩৮.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের আর্থিক সহযোগিতায় গৃহীত এ প্রকল্পের অধীনে ১০৪.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মংলা বন্দরের জন্য আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হবে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

আন্তর্জাতিক নৌ-পথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠার পর হতে বিএসসি ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সরকারি পৃষ্টপোষকতায় সর্বমোট ৩৮টি জাহাজ সংগ্রহ করে। তবে এ সংস্থার অধীনে পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজের সংখ্যা ১৩টি তে দাঁড়িয়েছে (১০টি সাধারণ পণ্যবাহী, ১টি কন্টেইনারবাহী ও ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার)। বিএসসি তাদের জাহাজের বহরের সাহায্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মাত্র ৬-৭ শতাংশ পরিবহণ করতে সক্ষম। তবে মোট আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের অধিকাংশ নিজস্ব জাহাজে বহন করা বিএসসির মূল লক্ষ্য। ২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ১০ পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.৮ এ দ্রষ্টব্য।

সারণি ১১.৮: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয় (অবচয় ও সুদ সহ)	নীট মুনাফা (লোকসান)	অবচয় ও সুদ	অবচয় ও সুদ বাদে লাভ/ (লোকসান)
২০০০-০১	২১২.৫৯	২২৫.৪৯	(১২.৯০)	২৪.৭২	১১.৮২
২০০১-০২	২০০.৩৩	২০০.২১	০.১২	২০.০৫	২০.১৭
২০০২-০৩	২০৮.২০	২০৭.৬৪	০.৫৬	২১.১২	২১.৬৮
২০০৩-০৪	২৫৭.৪৯	২৪২.২৪	১৫.২৫	১৫.১২	৩০.৩৭
২০০৪-০৫	৩১৫.৬৯	২৮২.৪৪	৩৩.২৫	১৫.৩০	৪৮.৫৫
২০০৫-০৬	৩২৪.০৭	২৯৩.২০	৩০.৮৭	১৬.৩৮	৪৭.২৫
২০০৬-০৭	২৯৪.৪১	২৭৮.৪৫	১৫.৯৬	১৫.৯৮	৩১.৯৪
২০০৭-০৮	৪১৬.২৯	২৬৯.৬১	৪৬.৬৮	১৬.৭৩	৬৩.৪১
২০০৮-০৯	২৭৬.৭৪	২৮৭.০০	(১০.২৬)	১৮.৯৯	৮.৭৩
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪	১৭.১৬	৩০.৫০
২০১০-১১*	১৫০.৭৮	১৪৯.৩৭	১.৪১	৮.১৫	৯.৫৬

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, * ডি-সম্বর ১০ পর্যন্ত, () ঋণত্মক।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন (BIWTC)

সরকারি মালিকানাধীন একটি সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন দেশের বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা। বর্তমা-ন বিআইডব্লিউটিসি ১৮৯টি জলযান দ্বারা ফেরী সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং শিপ রি-পয়ার সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্য-ম নাগরিক সেবা অব্যাহত রে-খ-ছ। উ-ল্লখ্য, ফেরী সার্ভিসের ক্রমবর্ধিত ট্রাফিকের চাপ মোকা-বলার উদ্দেশ্যে ২০১০-১১ অর্থ বছ-র বিআইডব্লিউটিসি নিজস্ব অর্থায়-ন ২টি ইউলিটি টাইপ-১ ফেরী ও ২টি ইউলিটি টাইপ পন্টুন নির্মাণ করে পাটুরিয়া ফেরী সেক্টরে নিযুক্ত করেছে। নিজস্ব অর্থায়-ন ২টি কে-টাইপ ফেরী নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ২টি রো রো ফেরী, ২টি কে-টাইপ ফেরী ও ৪টি পন্টুন ইতোমধ্যে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসি -এর এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে, ৬টি রো রো ফেরী, ২টি কে-টাইপ ফেরী ও ৬টি পন্টুন পুনর্বাসন (প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩.৯৮ কোটি টাকা); রো রো ফেরী, রো রো পন্টুন, কে-টাইপ ফেরী ও ইউলিটি টাইপ ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ (প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২.২২ কোটি টাকা); তাছাড়া, বিআইডব্লিউটিসি'র নিজস্ব সম্প-দ গৃহীত মাওয়া সেক্টরে দ্রুত ও দক্ষ ফেরী সার্ভিস নিশ্চিতক-ল্প ২টি কে-টাইপ ফেরী নির্মাণ, ২টি ইউলিটি টাইপ-১ ফেরী ও ২টি পন্টুন নির্মাণ, সদরঘাট-আশুলিয়া সার্কুলার জলপথ রুটে পরিচালনার নিমিত্ত মোট ৬টি ওয়াটার বাস নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সারণি ১১.৯ এ কর্পোরেশনের বিগত দশ বছরের আয়-ব্যয়ের তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯ : বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ (+) লোকসান(-)	সুদ ও অবচয়	নীট লাভ/ নীট লোকসান
২০০০-০১	৮৮.৭২	৬৯.৬০	১৯.১২	১৬.১৮	২.৯৪
২০০১-০২	৯৯.৭৩	৭২.০৩	২৭.৭০	১৭.১৮	১০.৫২
২০০২-০৩	১০৯.৬১	৬৯.৯৯	৩৯.৬২	২১.০৪	১৮.৫৮
২০০৩-০৪	১১৮.১৬	৭০.৫৪	৪৭.৬২	২২.২৭	২৫.৩৫
২০০৪-০৫	১২১.৬১	৭৩.২০	৪৮.৪১	২১.৯১	২৬.৫০
২০০৫-০৬	১৩৪.০৫	৮৫.৫৭	৪৮.৩২	২১.১৪	২৭.১৮
২০০৬-০৭	১৪৭.৫৪	৯৯.১০	৪৮.৪৪	২০.১০	২৮.৩৪
২০০৭-০৮	১৬০.৮৬	১১৩.০৫	৪৭.৮১	১৯.৩১	২৮.৫০
২০০৮-০৯	১৭১.৭১	১৩৫.৯১	৩৫.৮০	১৭.৯৪	১৭.৮৬
২০০৯-১০	১৯০.৩৪	১৪২.২৮	৪৮.০২	২০.৪১	২৭.৬৫
২০১০-১১*	৯৮.০১	৮০.২৩	১৭.৭৮	১০.৫২	৭.২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, * ডি-সম্বর ১০

বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (BIWTA)

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হি-স-ব বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বাঅ-নৌপ) অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন ক-র থা-ক। বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ-চ্ছ নৌ-পথের নাব্যতা তথা অবলুপ্ত নৌ-পথ উদ্ধার ও বিভিন্ন নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্রীণ নৌ-বন্দর সমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্রীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি।

বর্তমান অর্থবছর (২০১০-১১) -এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষের মোট ১৯টি প্রকল্প অন্র্ভুক্ত আছে। এর মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ১০টি এবং এসব প্রকল্পের বিপরীতে আরডিপিপিতে মোট ২৩৩.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অপরদিকে, আরডিপিপি-বহির্ভূত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে দুটি প্রকল্প বাস্বায়নাধীন রয়েছে। মার্চ '১১ পর্যন্ এ প্রকল্পগুলোর (এডিপিভুক্ত ও নিজস্ব অর্থায়নে) বিপরীতে মোট ৭১.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে মোট ৪৯.০৬ কোটি টাকা।

২০০৯-১০ অর্থবছ-র বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয় ১৭৫.৩৩ কোটি টাকা। বিআইডব্লিউটিএ-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১০ এ দেয়া হলো।

সারণি ১১.১০ : বিআইডব্লিউটিএ-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/নীট লোকসান
২০০৩-০৪	৭৯.৭৭	১০৬.১৭	২৬.৪১
২০০৪-০৫	৯২.৫৬	১১১.৫৮	১৯.০১
২০০৫-০৬	১১৭.১৫	১৩৪.৪৬	১৭.৩১
২০০৬-০৭	১২২.০৯	১৪২.৭২	২০.৬৩
২০০৭-০৮	১২০.২৯	১৩৭.৯৩	১৭.৬৩
২০০৮-০৯	১৬০.২২	১৬০.৫৩	-০.৩১
২০০৯-১০	১৭৫.৩৩	১৮২.৮৬	-৭.৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ,

বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অভ্যন্রীণ নৌ-পথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন-এর পরিমাণ সারণি-১১.১১এ প্রদত্ত হ'লঃ

সারণি-১১.১১ **অর্থবছরভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ**

অর্থবছর	**খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)**		
	মোট	উন্নয়ন খনন	**সংরক্ষণ খনন**
১৯৯৯-২০০০	৩১.১৯	২৯.৩৫	১.৮৪
২০০০-০১	২৬.১৫	৩.৬৮	২২.৪৭
২০০১-০২	২৯.১৫	৭.৬২	২১.৫৩
২০০২-০৩	৩০.৫৩	৯.৫৪	২০.৯৯
২০০৩-০৪	৩২.১৮	১৩.৭১	১৮.৪৭
২০০৪-০৫	৩৪.৭২	১৫.৮৭	১৮.৮৫
২০০৫-০৬	৬৪.৭৯	৫০.৫৯	১৪.২০
২০০৬-০৭	৩৬.৭০	১৬.২৮	২০.৪২
২০০৭-০৮	৩১.২৫	১৭.১৮	১৪.০৭
২০০৮-০৯	৩২.৪৬	৯.১১	২৩.৩৫
২০০৯-১০	৩৯.৯৬	৫.০০	৩৪.৯৬
২০১০-১১*	৪৪.৫৮	৮.৮৩	৩৫.৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ *মার্চ' ২০১১ পর্যন্

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী দেশগুলোর স্থলপথে বাণিজ্যিক লেনদেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নততর করার লক্ষ্যে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণাল-য়র নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ জুন ২০০১ সা-ল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঢাকায় এর প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার, বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা, দর্শনা, বিলোনিয়া, নাকুগাঁও, রামগড়, গোবরাকুড়া ও কড়ইতলী মোট ১৭টি শুল্ক স্টেশনকে স্থল বন্দর হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ করা হয়। এর মধ্যে সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থল বন্দর ৪টি BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং বাংলাবান্ধা ও বিরল স্থল বন্দরের জন্য পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরে নেপালী ট্রাক প্রবেশের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে SOP স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ স্থল বন্দরে ইতোমধ্যে অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। বুড়িমারী ও আখাউড়া স্থল বন্দরে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ দুটি স্থল বন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে।

ওয়্যারহাউজ, ওপেন স্টেক ইয়ার্ড, রপ্তানি ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ; ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেনাপোল স্থল বন্দর এবং ভোমরা স্থল বন্দর সমূহের উন্নয়ন ও ধারনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাক্রমে "বেনাপোল স্থল বন্দর আধুনিকীকরণ (১ম পর্যায়)" ও "ভোমরা স্থল বন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়-নর ফ-ল বেনাপোল স্থল বন্দরের ধারণ ক্ষমতা ২৭,০০০ মেট্রিক টন হতে ২৮,৬০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে এবং ভোমরা স্থল বন্দরে ৫,৪০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া "বেনাপোল স্থল বন্দরের হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট ও সিসিটিভি ক্রয়" প্রকল্প, "নাকুগাঁও স্থল বন্দর উন্নয়ন" প্রকল্প এবং "থেগামুখ ও রামগড় স্থল বন্দর উন্নয়ন" প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের স্বার্থে বেনাপোল স্থল বন্দরে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণাল-য়র আওতাধীন সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর একটি সরকারি রেগুলেটরি সংস্থা। এ সংস্থা প্রধানতঃ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় মৎস্য শিকারী, বিদেশগামী এবং বন্দরে আগমনকারী বিদেশি জাহাজের দর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশী জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সংস্থার কার্যক্রম নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও আন্র্জাতিক কনভেনশন অনুসরণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। নৌ-যান পরিচালনায় উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান করে এ অধিদপ্তর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আন্র্জাতিক নৌ-পথে চলাচলকারী সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অরগানাইজেশন (আইএমও)-এর হোয়াইট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল দেশে বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের নৌ-যানে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। নৌ যানসমূহের রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, জাহাজী অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, পরীক্ষা ফি, বাতিঘর ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা ইত্যাদি অধিদপ্তরের আয়ের মূল উৎস। ২০০৯-১০ অর্থবছরে অধিদপ্তরের আয় হয়েছে ১১.৬৭ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত আয় হয়েছে ৫.৬৭ কোটি টাকা।

বিমান যোগা-যাগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বাংলা-দশ ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভি-য়শন অর্গানাই-জশন (ICAO) এর সদস্য রাষ্ট্র। -বসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমা-নর যাতায়া-তর জন্য বিমান চলাচ-লর অবকাঠা-মা স্থাপন ও উন্নয়-নর দায়িত্ব পালন কর-ছ। বাংলা-দ-শর আকাশ সীমায় চলাচলকারী দেশি বি-দশি বিমা-নর সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য -বসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমান বন্দর, এয়ারট্রাফিক, এয়ার নেভি-গশন, টেলি-যাগা-যাগ সার্ভিস ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণা-বক্ষণ এবং পরিচালনা ক-র থা-ক। -বসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমা-ন দে-শ ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর পরিচালনা কর-ছ, তন্ম-ধ্য ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর ব্যবহৃত হ-চ্ছ না। এছাড়াও ৪টি স্টল পোর্ট ব্যবহার উপ-যাগী র-য়-ছ।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতায় ১৪টি Short Take-Off and Landing (STOL) বিমান বন্দর, এর মধ্যে ১৩টি ভর্তুকি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরই একমাত্র উদ্বৃত্ত আয় অর্জনকারী।

উক্ত সংস্থার ২০০০-০১ হতে ২০১০-১২ অর্থবছর (ডিসেম্বর ২০১০) পর্যন্ত আয়, ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ সারণি ১১.১২ এ দেখা যেতে পারে ঃ

সারণি ১১.১২: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০০-০১	২০৭.৯৪	১০৩.৮৮	১০৪.০৬
২০০১-০২	১৯৭.৬৮	১০৮.৭৫	৮৮.৯৩
২০০২-০৩	২০১.০৪	১০৯.৯০	৯১.১৪
২০০৩-০৪	২১২.১৮	১৩৩.৩৬	৭৮.৮২
২০০৪-০৫	২১৮.৫৭	১৪১.২৬	৭৭.৩১
২০০৫-০৬	৩১৬.৬৭	১৭৯.১৮	১৩৭.৪৯
২০০৬-০৭	২৮৭.১৫	১৯৭.৪০	৮৯.৭৫
২০০৭-০৮	৩০১.৫০	২০৭.৫৪	৯৩.৯৭
২০০৮-০৯	৪১২.৪৯	২০৩.৬১	২০৮.৮৮
২০০৯-১০	৫৫১.১৫	২৫৮.২০	২৯২.৯৫
২০১০-১১*	২৬৯.১৭	১২২.২৩	১৪৬.৯২

উৎসঃ -বসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। *ডি-সম্বর'১০ পর্যন্ত

বিমান বাংলা-দশ এয়ারলাইন্স লিমি-টড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলা-দশ এয়ারলাইন্স দে-শর অভ্যন্ত-র ও বহিবি-শ্বর সা-থ আকাশ প-থ যোগা-যাগ স্থাপ-নর মাধ্য-ম পরিবহণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আকাশ প-থ যোগা-যাগ অব্যাহত রাখার ল-ক্ষ্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নি-য় বাংলা-দশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্ত-ব্য সার্ভিস পরিচালনা কর-ছ এবং এর মধ্য নেটওয়ার্ক বজায় রেখেছে। বিমান বাংলা-দশ এয়ারলাইন্স লিমি-টড বর্তমা-ন অভ্যন্তরীণ ৩টি এবং আন্তর্জাতিক ১৯টি গন্ত-ব্য সার্ভিস পরিচালনা কর-ছ। আন্তর্জাতিক গন্ত-ব্যর ম-ধ্য বিমান সার্কভুক্ত দে-শ ৪টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৪টি, মধ্যপ্রা-চ্য ৯টি এবং ইউ-রা-প ২টি গন্ত-ব্য সার্ভিস পরিচালনা কর-ছ।

বিমান বহ-র উ-ড়াজাহাজ সং-যাজন সা-প-ক্ষ কয়েকটি স্থগিতকৃত (নিউইয়র্ক, প্যারিস, নারিতা ইত্যাদি) গন্ত-ব্য সার্ভিস পুনঃপ্রবর্তন এবং সম্ভাব্য কতিপয় নতুন গন্ত-ব্য সার্ভিস সম্প্রসার-ণর পরিকল্পনা র-য়-ছ। সারণি ১১.১৩ -ত ২০০০-০১ হ-ত ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলা-দশ বিমা-নর রাজস্ব আয়-ব্য-য়র বিবরণ দেয়া হ-লাঃ

সারণি ১১.১৩: বিমা-নর রাজস্ব আয়-ব্য-য়র বিবরণ

(-কাটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা/ লোকসান
২০০০-০১	১৭৩৫.৫০	১৮২৮.৫৬	-৯৩.০৬
২০০১-০২	১৮৫৮.৮৩	১৯৩২.৫৫	-৭৩.৭৩
২০০২-০৩	১৯১৮.৬০	১৯৬২.৮৯	-৪৪.২৮
২০০৩-০৪	২২১৩.৬৩	২১৭৯.৪৬	৩৪.১৭
২০০৪-০৫	২৪৫৩.৭৯	২৬৪৫.৪৫	-১৯১.৬১
২০০৫-০৬	২৬৫৩.৭৩	৩১০৮.৪৪	-৪৫৪.৭১
২০০৬-০৭	২৪৬৩.৬৭	২৭৩৫.৮৪	-২৭২.১০
২০০৭-০৮	২৯৭৯.৪৩	২৯৭৩.৫২	৫.৯১
২০০৮-০৯	৩০৩৯.৭০	৩০২৪.১২	১৫.৫৮
২০০৯-১০	২৯৪৩.৬২	৩০২৩.৭৬	-৮০.১৪

উৎসঃ বিমান বাংলা-দশ এয়ারলাইন্স লিমি-টড

বর্তমান বিমান বহ-র -মাট এগারটি উ-ড়াজাহাজ র-য়-ছ, এর ম-ধ্য চারটি ডিসি ১০-১৩, তিনটি এ৩১০-৩০০, দুইটি ৭৩৭-৮০০ এবং দুইটি এফ২৮-৪০০০। বাংলাদেশ বিমান যাত্রী পরিবহণ সংকট উত্তরণ এবং বিমান বহর আধুনিকায়-নর ল-ক্ষ্য ৪টি ৭৭৭-৩০০ Extended Range (ER), ৪টি ৭৮৭-৮ এবং দুইটি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে বিমান ও উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান -বায়িং কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উ-ল্লখ্য ৮টি বিমা-নর প্রথম চালান ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর ২০১৩ সাল নাগাদ সরবরাহ পাওয়া যাবে। -বায়িং কোম্পানী অবশিষ্ট ৪টি ৭৮৭-৮ উ-ড়াজাহাজ ২০১৯-২০২০ সালে এবং ২টি ৩৭৩-৮০০ উ-ড়াজাহাজ ২০১৫ সা-ল বিমা-নর নিকট হস্তান্তর কর-ব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলা-দশ টেলিকমিউনি-কশন্স কোম্পানী লিমি-টড (বিটিসিএল)

সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়াও তথ্যের দ্রুত আদান প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি স্ত-রই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলা-দশ টেলিকমিউনি-কশন্স কোম্পানী লিমি-টড-এর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছ-র রাজস্ব আয় হ-য়-ছ ১২৮৩.৬৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় হ-য়-ছ ৯৫১.৩১ কোটি টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছ-র জানুয়ারি ১১ পর্যন্ত রাজস্ব আয় হ-য়-ছ ৫৫৫.৭৪ কোটি টাকা এবং ব্যয় হ-য়-ছ ৫১৮.১১ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিটিসিএল-এর ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে ১১৫.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত মোট ৬৫.৩২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ব্যয়ের হার ৫৪.২৯ শতাংশ। বাংলা-দশ টেলিকমিউনি-কশন্স কোম্পানী লিমি-টড (বিটিসিএল) সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে থাকে। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে (জানুয়ারি, ১১ পর্যন্ত) বিটিসিএল-**এর** রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায়, রাজস্ব ব্যয় ও উদ্বৃত্তের বিবরণ নিম্নের সারণি ১১.১৪ তে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১১.১৪: বিটিসিএল-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, রাজস্ব আদায়,ব্যয় ও উদ্বৃত্তের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০০-০১	১৬০০.০০	১২৬৫.১১	৩৯০.৪৫	৮৭৪.৬৬
২০০১-০২	১৬০৩.০০	১৫৮৩.০৫	৪৬৩.৫৪	১১১৯.৫১
২০০২-০৩	১৬০২.১৫	১৫৪৪.৮০	৫৮৮.৪৩	৯৫৬.৩৬
২০০৩-০৪	১৭০২.০০	১৫৩১.১৫	৬০৯.০২	৯২২.১২
২০০৪-০৫	১৬৫০.০০	১৪২৪.৭৮	৮১৮.৯২	৬০৫.৮৬
২০০৫-০৬	১৭৭২.০০	১৩১৬.২৮	৮২৪.৫৬	৪৯১.৭২
২০০৬-০৭	১৯০৩.৪৭	১৬৬৬.৭১	৯২৮.৫১	৭৩৮.২০
২০০৭-০৮	১৯২৭.০০	১৫৬৫.৩৩	১৭৫৪.৯১	-১৮৯.৫৮
২০০৮-০৯	১৫০০.০০	২১০৮.৫১	৬৬২.৪৭	১৪৪৬.০৪
২০০৯-১০	১৫৮৩.২৪	১২৮৩.৬৫	৯৫১.৩১	৩৩২.৩৪
২০১০-১১*	১৫৬৬.৪৮	৫৫৫.৭৪	৫১৮.১১	৩৭.৬৩

উৎসঃ বিটিসিএল, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। * জানুযারি ২০১১ পর্যন্

ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ মহাখালী আইটিএক্স ২, ৫ ও ৭ মিলে মোট ২৩টি এসটিএম ও ৬৪৩টি ই১ সার্কিট এবং এর আন্র্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ৪.৮৭ গিগাবিট/সেকেন্ড রয়েছে। ২৬টি জেলায় মোট ৪৪,৫০০ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এডিএসএল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্কিট চালু আছে, যার মধ্যে সংযোগ দেয়া হয়েছে ৫৬৫০টি। জুন'১১ এর মধ্যে ইনফোবাহন প্রকল্পের মাধ্যমে এডিএসএল এর ধারণ ক্ষমতা আরো ৩৩৯০টি বাড়ানো হবে। ৪১টি জেলায় মোট ১০০০ ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ডিডিএন (ডিজিটাল ডাটা নেটওয়ার্ক) চালু আছে, যার মধ্যে সংযোগ সংখ্যা ৪২৫। বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবারের দৈর্ঘ্য ৩২০০ কিলোমিটার এবং জুন'১১ এর মধ্যে ইনফোবাহন প্রকল্পের আওতায় ফাইবার আরো ১৪৫০ কিলোমিটার বাড়ানো হচ্ছে।

বাংলা-দশ টেলি-যাগা-যাগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

সরকার ১৯৯৮ সা-ল টেলিকমিউনি-কশন পলিসি তৈরী ক-র। -স সময় পরবর্তী ১০ বৎস-র টেলি-ফা-নর সংখ্যা বৃদ্ধি পে-য় প্রতি ১০০ জনের জন্য ১০টি টেলি-ফান ধরা হ-য়ছিল। গত ৩১-০১-০২ তারিখ সরকার বাংলাদেশ টেলি-যাগা-যাগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পর টেলিকম সেক্টরকে সরকারি মনোপলিমুক্ত করে লিবারালাইজ করার ফলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়। বিটিআরসি টেলি-ডনসিটি বৃদ্ধি-ত সহায়ক ভূমিকা রা-খ। এখন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়ে ট্যারিফের হারও ক্রমশ হ্রাস পা-চ্ছ। কিন্তু বাস্ত-ব বাংলা-দ-শ টেলি-ফান ব্যবহারকারী বি-শষ ক-র মোবাইল গ্রাহ-কর সংখ্যা ধারণার চাই-ত অ-নক দ্রুত বৃদ্ধি পা-চ্ছ। মার্চ ২০১১ -এ এ সংখ্যা ৫.৪৭ কোটি অতিক্রম করেছে। সারণি ১১.১৫--ত ২০০৬ থে-ক মার্চ ২০১১ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, মোট গ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধির হার, টেলিঘনত্ব ইত্যাদি দেখা-না হ'লঃ

সারণি ১১.১৫: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘন-ত্বর বিবরণ

গ্রাহক শ্রেণী, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০*
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭**
-মাট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬

সূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন।* মার্চ ২০১১, ** -ম ১০

বাংলা-দশ সাব-মরিন কেব্‌ল কোম্পানী লিঃ (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি কোম্পানী যেটি SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাবমেরিন কেবল্ ব্যান্ডউইড্থ সেবা প্রদান করছে এবং বাংলাদেশের সরকারের রাজস্ব আয়ে অবদান রাখছে। বর্তমান সরকার টেলিকমিউনিকেশন এর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারের এই উদ্যোগের বিষয়টি সামনে রেখে বিএসসিসিএল সাবমেরিন কেবল্‌র মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান অবকাঠামো। বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প বাস্বায়নের জন্য বিএসসিসিএল কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) একটি উদীয়মান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। বিএসসিসিএল ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৫৯.৪৯ কোটি টাকা আয় করেছে যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ৪৭ শতকরা -বশি ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের এই হার আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়াও ২০০৯-১০ অর্থবছরে ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ১৩.৫৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হচ্ছে।

ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইড্থ মূল্যহ্রাসকরণ

রূপকল্প ২০২১ এর দিকে লক্ষ্য রেখে এবং অধিকতর ব্যবহার ও সর্বসাধারণের সামর্থের মধ্যে আনার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের আগষ্ট মাসে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ চার্জ সাবমেরিন কেবল্‌র ক্ষেত্রে (Wet segment-এ) ১০ শতাংশ কমানো হয়েছিল এবং এরপর ২০১০ সালে তা আরো ১০ শতাংশ কমানোর প্রস্তাবনা নেয়া হয়, যা জানুয়ারি ২০১১ থেকে বাস্বায়িত হয়েছে।

ব্যান্ডউইড্থ এর ব্যবহার

বর্তমান সরকারের আমলে ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার ৭.৫ Gbps হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ এর ডিসেম্বর-এ তা ১৫.২ Gbps অতিক্রম করেছে। আন্তর্জাতিক সার্কিট বৃদ্ধি, ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্প্রসারণের কারণে ব্যান্ডউইড্থ এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৬-২০১০ সাল পর্যন্ত ব্যান্ডউইড্থ এর Capacity ও এর ব্যবহার নিম্নে চার্ট আকারে দেওয়া হলো।

সারণি১১.১ঃ ব্যান্ডউইড্থ এর ব্যবহার

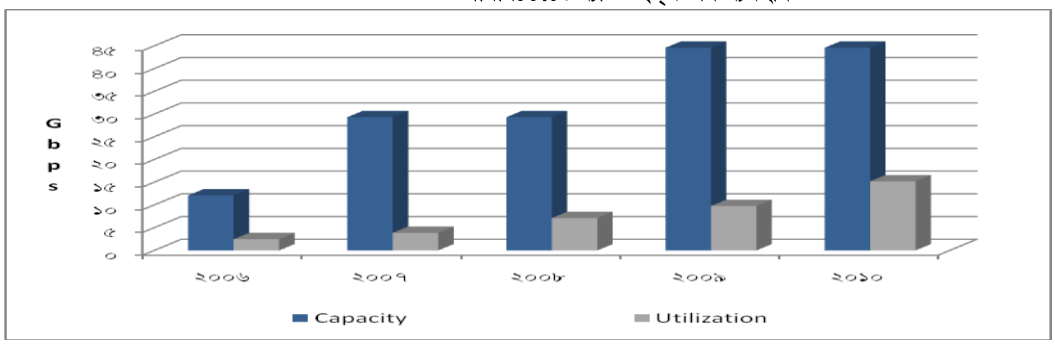

আপগ্রেড ৩ এ অংশগ্রহণ

ভবিষ্যতে দেশের ব্যান্ডউইড্থ চাহিদা সামনে রেখে বিএসসিসিএল সরকারের অনুমতিক্রমে কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতিরিক্ত 4 million MIU*Km ক্যাপাসিটি আনয়নের ব্যবস্থা করেছে। ইতোমধ্যে বিএসসিসিএল আপগ্রেড-৩ তে অংশগ্রহণ করার জন্য ৫০ কোটি টাকা নিজস্ব তহবিল হতে SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম কে প্রদান করেছে। এর ফলে ব্যান্ডউইড্থের পরিমাণ আগামী এক বছরের মধ্যে ৪৪.৬০ Gbps হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪০ Gbps এ পৌঁছাবে। এই আপগ্রেড-৩ এর কাজ শেষ হলে ব্যান্ডউইড্থের দাম আরও কমানো সম্ভব হবে।

আন্র্জাতিক বাজারে ব্যান্ডউইড্থ লীজ প্রদান

বর্তমানে আমাদের ৪৪.৬ Gbps ব্যান্ডউইড্থ এর মাত্র ৩০ শতাংশ দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরন্তু আপগ্রেড–৩ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগামী ১০ মাসের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইড্থ আমাদের সাবমেরিন কেবল্ এ যুক্ত হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দেশের জন্য পর্যাপ্ত রেখে উদ্বৃত্ত ব্যান্ডউইড্থ বিদেশে স্বল্প মেয়াদে লীজ দেয়ার বাস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করেছে। এমতাবস্থায় কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশক্রমে আন্র্জাতিক বাজারে উদ্বৃত্ত ব্যান্ডউইড্থ (অনুর্ধ 1 million MIU*Km) লীজ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। বিএসসিসিএল কর্তৃক বাস্বায়িত ও বাস্বায়নাধীন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আগামী কয়েক বছরে টেলিযোগাযোগ ও সাবমেরিন কেবল্ ক্ষেত্রে সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস জনগণের কাঙ্খিত মূল্যে দেশের প্রত্যন্ অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত

বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সমা-জর সর্বস্ত-র প্রসা-রর মাধ্য-ম ২০২১ সা-লর ম-ধ্য ডিজিটাল বাংলা-দশ গড়ার অংগীকার ব্যক্ত করেছে এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ-ক্ষপ গ্রহণ কর-ছ। ২০০৯ সা-লর এপ্রিল মা-স সরকার তথ্য ও যোগা-যাগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ প্রকাশ ক-র-ছ। দশটি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নীতিমালায় আশু, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ৩০৬টি কর্ম পরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট করা হ-য়-ছ। এর ম-ধ্য বেশ কিছু আশু করণীয় কাজ সম্পন্ন করা হ-য়-ছ। এর ধারাবাহিকতায় মোবাইল ফো-নর মাধ্য-ম বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরি-শাধ, রে-লর টিকেট ক্রয় ও আসন সংক্রান্ত তথ্য, দু-র্যা-গর আগাম বার্তা এবং চিনি ক-লর পুঁজির খবর কৃষ-কর কা-ছ খুব দ্রুত -পৌঁছা-না যা-চ্ছ। মোবাইল ফো-নর মাধ্য-ম বিভিন্ন স্ত-রর পরীক্ষার ফলাফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করায় শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের বিপুল শ্রম, সময় ও অ-র্থর অপচয় বন্ধ হ-য়-ছ। তথ্য কে-ন্দ্রর মাধ্য-ম সরকারি সেবা জনগ-ণর দোড়-গাড়ায় পৌঁ-ছ দেয়ার উ-দ্যাগ-ক আ-রাও সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন পদ-ক্ষপ গ্রহণ করা হ-চ্ছ।

সমাজের সকল স্ত-র ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প ও অর্থনীতির প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে সরকার আইসিটি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে। ২০০৯ সালে জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্সের পূণর্গঠন এবং নাম পরিবর্তন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স নামকরণ করা হয়েছে। দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে সকল প্রকার সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে পৃথক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলা-দশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

বাংলা-দশ কম্পিউটার কাউন্সিল তথ্য প্রযুক্তি-ত দেশ-ক অগ্রগামি ক-র তুল-ত নানাবিধ উ-দ্যাগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ক-র আস-ছ এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- দে-শ তথ্য ও যোগা-যাগ প্রযুক্তি খা-তর উন্নয়-ন প্র-য়াজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা গহণ;
- ডিজিটল স্বাক্ষর প্রবর্ত-নর ল-ক্ষ্য ২০১০ সা-ল তথ্য প্রযুক্তি (সার্টি-ফি-কট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা

  ২০১০ প্রণয়ন ; লাই-সন্সিং (সাটিফি-কট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) গাইডলাইন, সত্যায়-নর রীতি-পদ্ধতির বিবরণ ও নিরীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন;
- আইসিটি আইন, ২০০৬ অনুযায়ী সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠ-নর উ-দ্যাগ গ্রহণ;
- পাবলিক নেটওয়ার্ক স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য ২০১০-১১ অর্থ বছর হ-ত ২৮১.৪৮ কোটি টাকার National Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet) শীর্ষক একটি প্রক-ল্পর বাস্তবায়ন শুরু;
- আইসিটি শিল্প পতিষ্ঠানসমূহ-ক উৎসাহ পদা-নর জন্য কাওরানবাজারস্থ বিডিবিএল ভব-ন স্থাপিত আইসিটি ইনকিউ-বট-র বর্তমা-ন ৪৭ টি কোম্পানীর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেক-নালজি পার্ক স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য একটি কর্মসূচি বাস্তবায়-নর উ-দ্যাগ গ্রহণ;
- মহাখালীসহ দে-শর সকল বিভাগীয় শহ-র সফটওয়্যার টেক-নালজি পার্ক স্থাপ-নর উ-দ্যাগ গ্রহণ ;
- আইসিটি ব্যবহা-রর মাধ্য-ম সরকারি সু-যাগ অবারিত করার ল-ক্ষ্য ২০০৯-১০ অর্থ বছ-র দে-শর ১৪৭টি উপ-জলায় ই--সন্টার স্স্থাপন;
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যা-য় কম্পিউটার এর ব্যবহার সম্প্রসার-ণর ল-ক্ষ্য বিসিসি কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থ বছ-র দে-শর ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ক-ল-জ সাইবার সেন্টার স্থাপন;
- তৃণমূল পর্যা-য় আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসার-ণর জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছ-র বাংলা-দশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক ১৬১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-ন কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;
- ২০১০-১১ অর্থ বছ-র ৩৪০টি উপ-জলা ও ৮৫৯টি ইউনিয়-ন সৌরশক্তিচালিত ই--সন্টার স্থাপ-নর কর্মসূচি গ্রহণ;
- ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রমসহ সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার জন্য ডাটা সেন্টার স্থাপন;

বিসিসি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

বিসিসির বর্ণিত কার্যক্রম বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহ-ণর মাধ্য-ম সম্পাদিত হ-য় থা-ক । বর্তমা-ন গৃহীত ও চলমান প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ

হাই-টেক পার্ক

হাইটেক শিল্প এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্প বিকা-শর সুবিধা-র্থ বৃহদাকার ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানী তথা সমৃদ্ধ বিশ্বমা-নর বিনি-য়াগকারী-দর আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩১.৬৮৫ একর জমি-ত হাই-টক পা-র্কর অবকাঠা-মা নির্মাণ চলমান র-য়-ছ। হাই-টক পা-র্কর সহায়ক অবকাঠা-মা সৃষ্টির ল-ক্ষ্য ২৬.৬৮ কোটি টাকা ব্য-য় Basic Infrastructure for Hi-Tech

Park at Kaliakoir, Gazipur (Ist phase) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় । প্রকল্পটি মার্চ ২০১০ তারিখ সমাপ্ত হ-য়-ছ। হাই-টক পা-র্ক বিনি-য়াগকারী-দর আগম-নর বিষয়টি নিশ্চিত করার ল-ক্ষ্য Establishment of Hi-Tech Park Project at Kaliakoir, Gazipur শীর্ষক ১৮.৯৬ -কাটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হ-য়-ছ। প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১০-এ শুরু হ-য়-ছ এবং আগামী ২০১৩ এ- সমাপ্ত হ-ব। উ-ল্লখ্য যে, বিগত মার্চ ২০১০ এ মহান জাতীয় সংস-দ হাই-টক পার্ক অথরিটি আইন অনু-মাদিত হ-য়-ছ। বর্তমা-ন হাই-টক পার্ক অথরিটি র কার্যালয় প্রতিষ্ঠার উ-দ্যাগ নেওয়া হ-য়-ছ ।

-বসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার

-বসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপ-জলা লে-ভল নামক একটি প্রকল্প ১লা জানুযারি ২০১১ থে-ক বাস্তবায়ন শুরু হ-য়-ছ । -জলা পর্যা-য় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-ন কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং আইসিটি প্রশিক্ষণ চালু করণ শীর্ষক প্রক-ল্পর আওতায় ১৯২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-ন স্থাপিত ল্যাব কম্পিউটার শিক্ষা সম্প্রসার-ণর ল-ক্ষ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হ-চ্ছ।

ডেভলপ-মন্ট অব ন্যাশনাল ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলা-দশ গভর্ন-মন্ট

-দ-শ ই-গভর্ন-মন্ট এর সুষ্ঠু এবং সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা এবং উপ-জলাসমূহ-ক একটি পাবলিক নেটওয়া-র্কর আওতায় আনার ল-ক্ষ্য কোরিয়া সরকা-রর সহ-যাগিতায় ৩০.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সফ্ট লো-নর মাধ্য-ম প্রকল্পটি চলমান র-য়-ছ। প্রক-ল্পর প্রথম পর্যা-য় দে-শর টেলি-যাগা-যাগ অবকাঠা-মা ব্যবহার ক-র সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রধান প্রধান দপ্তর/সংস্থা, ৬৪টি জেলা প্রশাস-কর কার্যালয় এবং ন্যূনতম ৬৪ টি উপ-জলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর-ক একটি নেটওয়ার্ক আওতায় আনা হ-ব।

বাংলা-দশ ডাক বিভাগ

ডাক বিভাগ ডাক ও টেলি-যাগা-যাগ মন্ত্রণাল-য়র একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। ডাক দ্রব্যাদি গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি ডাক বিভা-গর মূল কাজ। এই প্রতিষ্ঠানটি সারা-দ-শ ৯,৮৮৬টি ডাকঘ-রর মাধ্য-ম ডাক সেবা প্রদান ক-র যা-চ্ছ। ডাক বিভা-গর মূল লক্ষ্য হ-চ্ছ জনগ-ণর কা-ছ ন্যূনতম ব্য-য় নিয়মিত ও দ্রুততার সং-গ ডাক সেবা প্রদান করা। ডাক বিভা-গর নিজস্ব সেবাসমূহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভা-ব বিস্তৃত। এর পাশাপাশি ডাক বিভাগ জনগণের জন্য আরো অনেকগুলো সেবা প্রদান করে। যেমন পার্শেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), রেজি-স্ট্রশন, বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), ভিপিপি, মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, ইএমএস সার্ভিস, ই-ন্টল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস), রেজিঃ নিউজ পেপার ও ই-পোস্ট ইত্যাদি।

ডাক বিভাগ নিজস্ব সার্ভি-সর পাশাপাশি এ-জন্সি সার্ভিসও প্রদান ক-র থা-ক। এ-জন্সি সার্ভিসসমূহ সম্পন্ন করার বিনিম-য় ডাক বিভাগ একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন পায় । ডাক বিভাগের এজেন্সি সেবাগুলো হলোঃ ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব), ডাক জীবন বীমা, সঞ্চয়পত্র (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), প্রাইজবন্ড (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), বেতার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, যানবাহন কর আদায় এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বিড়ির ব্যান্ডরোল বিক্রয়, অনুমতি আয়কর আদায়, টেলি-ফান বিল বিতরণ ও আদায়, সরকা-রর অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ। ডাক বিভা-গর নিজস্ব সেবাসমূহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভাবে বিস্তৃত। এজেন্সির সেবাসমূহ শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে বিস্তৃত।

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক ঃ ১৯৯৯-০০ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমার পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৮৪.৭৭ কোটি টাকা এবং উঠা-নার পরিমাণ ছিল প্রায় ১০৭৫.৭১ -কাটি টাকা । ২০০৯-১০ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমার পরিমাণ প্রায় ৫৬০৬ কোটি টাকা এবং উঠা-নার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮০০ -কাটি টাকা ।

সঞ্চয় পত্র ঃ ১৯৯৯-০০ অর্থবছরে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৬৭.৮৮ কোটি টাকা এবং ভাঙ্গানোর পরিমাণ ছিল প্রায় ৮৩২.৮২ কোটি টাকা । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৭৮৬ কোটি টাকা এবং ভাঙ্গানোর পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮১৯০ কোটি টাকা।

ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিসঃ ডাক বিভাগের দ্রুততম মানি অর্ডার সার্ভিস ১লা মে ২০১০ হতে এ সার্ভিস সংযোজন করা হয়েছে। ১লা জুলাই ২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি'১১ পর্যন্ত আয় ৪.৪০ কোটি টাকা । এ খাতে আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

অভ্যন্তরীণ মানি অর্ডারঃ ১৯৯৯-০০ অর্থবছ-র ডাক বিভা-গর অভ্যন্তরীণ মানি অর্ডা-রর সংখ্যা ছিল ৩৪,২৬,৩৫২টি এবং টাকার পরিমাণ ছিল ৩১৪.৯৮ -কাটি । ২০০৯-১০ অর্থবছ-র অভ্যন্তরীণ মানি অর্ডা-রর সংখ্যা ছিল ২০,২২,৩৩০টি এবং টাকার পরিমাণ ছিল ৪৭৪.৫৪ কোটি টাকা।

বৈ-দশিক মানি অর্ডারঃ ১৯৯৯-০০ অর্থবছ-র ডাক বিভা-গর বৈ-দশিক মানি অর্ডার সংখ্যা ছিল ৮৬,৫৩৬ টি এবং টাকার পরিমাণ ছিল ৭৯.২১ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থববছ-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৈ-দশিক মানি অর্ডা-রর সংখ্যা ছিল ৫৮০০ টি এবং টাকার পরিমাণ ছিল ১৬.৯৪ কোটি টাকা।